ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমহাপ্রভু-কর্তৃক রামাইকে নিজ প্রকাশ-বার্তা ও নিত্যানন্দ প্রভুর আগমন-সংবাদ জ্ঞাপনার্থ অদ্বৈত-সমীপে প্রেরণ, পূজোপকরণ-সহ মহাপ্রভুর নিকট সস্ত্রীক অদ্বৈতপ্রভুর আগমন এবং মহাপ্রভুকে পরীক্ষার্থ গুপ্তভাবে নন্দনাচার্য-গৃহে অবস্থান, আচার্যের গুপ্ত-লীলা-পরিজ্ঞাতা অন্তর্যামী মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ও ঐশ্বর্য-দর্শন; মহাপ্রভু কর্তৃক অদ্বৈত-সমীপে স্বীয় প্রকাশতত্ত্ব কথন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীবাস-গৃহে ব্যাসপূজা-সমাপ্তির পর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ-সহ কীর্তন-বিলাসে প্রমত্ত থাকাকালে একদিন ঈশ্বর-আবেশে শ্রীবাসের অনুজ শ্রীরামাই পণ্ডিতকে অদ্বৈত-সমীপে প্রেরণপূর্বক নিজ প্রকাশ-বার্তা জ্ঞাপনার্থ আদেশ দিয়া তাঁহাকে বলিতে বলিলেন যে, যাঁহার জন্য অদ্বৈত বহু আরাধনাদি করিয়াছেন, তিনি ভক্তিযোগ বিলাইতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তৎসঙ্গে নির্জনে নিত্যানন্দের নবদ্বীপ-আগমন-সংবাদ ও তদীয় অপূর্ব প্রভাব জ্ঞাপন করিতে বলিয়া স্বীয় পূজোপকরণ-সহ সস্ত্রীক অদ্বৈত প্রভুকে আগমন করিতে আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট রামাই আনন্দে বিহ্বল হইয়া অদ্বৈত সমীপে উপস্থিত হইলেন। সর্বজ্ঞ অদ্বৈত প্রভু ভক্তিযোগ-প্রভাবে পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রামাই মহাপ্রভুর আদেশ বহন করিয়া তথায় আগমন করিয়াছেন। রামাইর দর্শনমাত্র অদ্বৈত তাঁহাকে বলিলেন যে, বুঝি মহাপ্রভু তাঁহাকে লইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। রামাই অদ্বৈতের তাদৃশ প্রভাব শ্রবণে তাঁহাকে প্রভু-সমীপে যাইতে অনুরোধ করিলে অদ্বৈত প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া অজ্ঞের ভানপূর্বক পুনর্বার রামাইর আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রামাই তাঁহাকে মহাপ্রভুর আদেশ যথাযথ বর্ণন করিয়া পূজোপকরণ-সহ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। অদ্বৈতপ্রভু রামাইর কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে মূর্ছিত হইলেন এবং পরক্ষণেই বাহ্যপ্রাপ্ত হইয়া হুঙ্কারপূর্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্তা-শ্রবণে অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী পুত্র অচ্যুতানন্দ ও অনুচরবর্গ-সহ আনন্দে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত রামাইকে পুনর্বার মহাপ্রভুর আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ লালসাময়ী অভীষ্টের বিষয় রামাইকে জানাইলেন এবং পূজার যাবতীয় উপহার সংগ্রহ করিয়া সস্ত্রীক মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে পথিমধ্যে রামাইকে নিজ আগমনের কথা প্রভু-সমীপে জ্ঞাপন করিতে নিষেধ করিয়া "তিনি আসিলেন না" বলিয়া মহাপ্রভুকে জানাইতে আদেশ প্রদানপূর্বক নন্দনাচার্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্বান্তর্যামী প্রভু বিশ্বম্ভর আচার্যের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া বিষ্ণু-খট্টোপরি উপবেশনপূর্বক অদ্বৈতর হৃদয়-ভাব সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া তদীয় শিরে ছত্র ধারণ করিলেন। গদাধরাদি ভক্তবৃন্দ নানাবিধ সেবা এবং কেহ বা স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রামাই আসিয়া মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলে তিনি অদ্বৈতের সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ-সমীপে আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু কর্তৃক পুনরায় আদিষ্ট হইয়া রামাই অদ্বৈতপ্রভুকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নন্দনাচার্যের গৃহে গমনপূর্বক অদ্বৈত প্রভুকে যাবতীয় সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তখন সস্ত্রীক অদ্বৈত প্রভু সানন্দে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ ও স্তব পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভুর সম্মুখে আগমন করিয়া প্রভুর অপূর্ব মহৈশ্বর্য দর্শন করিলেন। মহাপ্রভুর প্রভাব দর্শনে

অদ্বৈতাচার্য নির্বাক্ ও স্তব্ধপ্রায় হইলে পরম দয়াল বিশ্বম্ভর তাঁহার নিকট নিজ প্রকাশ-তত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে অদ্বৈত মহাপ্রভুর অপূর্ব মহিমা ও দয়ার কথা কীর্তন করিতে করিতে প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ প্রক্ষালনপূর্বক পঞ্চোপচারে তদীয় পূজা করিলেন এবং ''নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়'' প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণপূর্বক ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করিলেন। অবশেষে অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর স্তবনমুখে, তিনিই যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন-প্রকাশার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহা হইতে সমুদয় অবতারের প্রকাশ, তাহা বর্ণন করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে কীর্তনে নৃত্য করিতে আদেশ করিলে সকলে মিলিয়া অপূর্ব কীর্তনানন্দে যোগদান করিলেন এবং অদ্বৈত প্রভু অপূর্ব নৃত্যে বিভোর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা-বিষয়ে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর মধ্যে যে অসামান্য অলৌকিক প্রীতি নিত্য বর্তমান, তৎসম্বন্ধে পরস্পর কলহ-লীলার অভিনয় করিলেন। অদ্বৈত প্রভুর নৃত্য দর্শনে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দিত হইলেন। মহাপ্রভুর আদেশে অদ্বৈত নৃত্য হইতে নিরস্ত হইলে প্রভু বিশ্বম্ভর নিজ গলদেশস্থিত মালিকা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে প্রদানানন্তর তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। মহাপ্রভুর দর্শনে নিজ পরম সৌভাগ্যের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া অদ্বৈত প্রভু বিদ্যা-ধন-কুলাদি-মদে মত্ত বৈষ্ণবনিন্দকগণ ব্যতীত স্ত্রী-শূদ্র ও মূর্খাদি সকলকেই ব্রহ্মাদির দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানের বর প্রার্থনা করিলে শ্রীগৌরসুন্দরও অদ্বৈতের প্রার্থনায় নিজ সম্মতি প্রদান করিলেন। পরবর্তিকালে অদ্বৈতাচার্যের প্রার্থনা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইয়াছিল। সস্ত্রীক অদ্বৈত তথায়ই অবস্থান করিতে লাগিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্তে-
র্জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য সর্বপ্রিয়াণাম্।।১।।

জয় জয় জগত-জীবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব।।২।।

জয় জয় জগৎমঙ্গল বিশ্বম্ভর।
জয় জয় যত গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর।।৩।।

জয় শ্রীপরমান্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন।।৪।।

জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয়।।৫।।

জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।।৬।।

হেনমতে নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌরচন্দ্র।
ভক্তগণ লৈয়া করে সঙ্কীর্তন-রঙ্গ।।৭।।

এখনে শুনহ অদ্বৈতের আগমন।
মধ্যখণ্ডে যে-মতে হইল দরশন।।৮।।

মহাপ্রভুর অদ্বৈতসমীপে নিজ-প্রকাশ-কথনার্থ রামাইকে প্রেরণ—

একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে।
রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণরসে।।৯।।

'' চলহ রামাই তুমি অদ্বৈতের বাস।
তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ।।১০।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

আদি ১ম অধ্যায় ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।।১।।

গোপীনাথ----সার্বভৌমের ভগ্নীপতি।।৫।।

গোবিন্দ----ঈশ্বরপুরীর সেবক এবং মহাপ্রভুর সহচর।।৬।।

রামাই----শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।।১০।।

মহাপ্রভুর স্বমুখে নিজ-অবতার-মর্ম প্রকাশ—

যাঁর লাগি' করিলা বিস্তর আরাধন।
যাঁর লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।।১১।।
যাঁর লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে-প্রভু তোমার আসি' হইলা প্রকাশ।।১২।।
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনে আসিয়া ঝাট কর বিবর্তন।।১৩।।

অদ্বৈতকে নিত্যানন্দের আগমন বার্তা-জ্ঞাপনার্থ মহাপ্রভুর আদেশ—

নির্জনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন।
যে কিছু দেখিলা, তাঁরে কহিও কথন।।১৪।।

মহাপ্রভুর পূজোপকরণ-সহ সস্ত্রীক অদ্বৈতকে আনয়নার্থ প্রভুর আদেশ—

আমার পূজার সর্ব উপহার লঞা।
ঝাট আসিবারে বল সস্ত্রীক হইয়া।।"১৫।।

রামাইর অদ্বৈত-সমীপে যাত্রা—

শ্রীবাস-অনুজ রাম আজ্ঞা শিরে ধরি'।
সেইক্ষণে চলিলা স্মঙরি' 'হরি হরি'।।১৬।।
আনন্দে বিহ্বল—পথ না জানে রামাই।
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা লই' গেলা সেই ঠাঞি।।১৭।।

অদ্বৈতকে রামাইর নমস্কার এবং আনন্দাধিক্যে বাক্‌রোধ—

আচার্যেরে নমস্করি' রামাই পণ্ডিত।
কহিতে না পারে কথা আনন্দে পূর্ণিত।।১৮।।

রামাইর মুখে শুনিবার পূর্বেই ভক্তিযোগ-প্রভাবে সর্বজ্ঞ অদ্বৈতের তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান—

সর্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে।
'আইল প্রভুর আজ্ঞা' জানিয়াছে আগে।।১৯।।
রামাই দেখিয়া হাসি' বলেন বচন।
"বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা নিবার কারণ।।"২০।।

রামাইর অদ্বৈতকে গমনার্থ অনুরোধ—

করযোড় করি' বলে রামাই পণ্ডিত।
"সকল জানিয়া আজ, চলহ ত্বরিত।।"২১।।

ভগবৎসেবানন্দে অদ্বৈতের দেহবিস্মৃতি—

আনন্দে বিহ্বল হঞা আচার্য গোসাঞি।
হেন নাহি জানে, দেহ আছে কোন্ ঠাঞি।।২২।।

অদ্বৈতের লীলা সাধারণের অবোধ্য—

কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র গহন।
জানিয়াও নানা মত করয়ে কথন।।২৩।।

মহাপ্রভুর অবতারত্ব-বিষয়ে সর্বজ্ঞ হইয়াও অদ্বৈতের তাহাতে অজ্ঞতার ভান—

"কোথা বা গোসাঞি আইলা মানুষ-ভিতরে?
কোন্ শাস্ত্রে বলে নদীয়ায় অবতরে?২৪।।
মোর ভক্তি, বৈরাগ্য, অধ্যাত্ম-জ্ঞান মোর।
সকল জানয়ে শ্রীনিবাস ভাই তোর।।"২৫।।

অদ্বৈতের চরিত্র রামাইর পরিজ্ঞাত—

অদ্বৈতের চরিত্র রামাই ভাল জানে।
উত্তর না করে কিছু, হাসে মনে মনে।।২৬।।

ঝট—ঝটিতি, শীঘ্র।

বিবর্তন,—বি—বৃৎ (বর্তমান থকা) + অনট্, (ভাবে)

কার্যারম্ভ, নৃত্য, ভ্রমণ, পরিবর্তন, উপস্থিত হওয়া। তুমি শীঘ্র আসিয়া স্বয়ং উপস্থিত হও অর্থাৎ মিলিত হও।।১৩।।

অদ্বৈত আচার্যপ্রভু ভগবৎসেবানন্দে এরূপ বিহ্বল ছিলেন যে, তাঁহার বাহ্য-শরীর-সম্বন্ধে ধারণার অভাব হইয়াছিল।।২২।।

অদ্বৈতের লীলা এরূপ গূঢ় যে, তিনি সকল বিষয়ের পরিজ্ঞাতা হইয়াও যেন কিছুই অবজ্ঞাত নহেন—এরূপ প্রকাশ করেন।।২৩।।

মনুষ্যের মধ্যে জগত্রাতা হরি নদীয়ায় আসিয়া মানুষের ন্যায় অবতার হইবেন—ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন।।২৪।।

অদ্বৈতের চরিত্র সুকৃতিমন্ত জনের সুবোধ্য এবং দুষ্কৃতির দুর্বোধ্য—

এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্যবাধ।।২৭।।

অদ্বৈতের রামাইকে পুনর্বার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা—

পুনঃ বলে,—"কহ কহ রামাই পণ্ডিত।
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত?"২৮।।

রামাইর অদ্বৈতকে মহাপ্রভুর আদেশ জ্ঞাপন—

বুঝিলেন আচার্য হইলা শান্তচিত।
তখন কান্দিয়া কহে রামাই পণ্ডিত।।২৯।।
"যাঁ'র লাগি' করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যাঁ'র লাগি' করিলা বিস্তর আরাধন।।৩০।।
যাঁ'র লাগি' করিলা বিস্তর উপবাস।
সে-প্রভু তোমার আসি' হইলা প্রকাশ।।৩১।।
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁ'র আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্তন।।৩২।।
ষড়ঙ্গ পুজার বিধি-যোগ্য সজ্জ লঞা।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া।।৩৩।।
নিত্যানন্দস্বরূপের হৈল আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ, তোমার জীবন।।৩৪।।
তুমি সে জানহ তাঁরে, মুঞি কি কহিমু।
ভাগ্য থাকে মোর, তবে একত্র দেখিমু।।"৩৫।।

মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্তা-শ্রবণে অদ্বৈতের আনন্দ প্রকাশ—

রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা।
তখনে তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা।।৩৬।।
কান্দিয়া হইলা মূর্ছা আনন্দ সহিত।
দেখিয়া সকল-গণ হইলা বিস্মিত।।৩৭।।
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার।
'আনিলুঁ', 'আনিলুঁ' বলে 'প্রভু আপনার'।।৩৮।।
"মোর লাগি' প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।'
এত বলি' কান্দে পুনঃ ভূমিতে পড়িয়া।।৩৯।।

মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্তা-শ্রবণে সপরিবার সীতাদেবীর আনন্দ-ক্রন্দন—

অদ্বৈত-গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
প্রভুর প্রকাশ শুনি' কান্দে আনন্দিতা।।৪০।।
অদ্বৈতের তনয় 'অচ্যুতানন্দ' নাম।
পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম।।৪১।।
কান্দেন অদ্বৈত পত্নী পুত্রের সহিতে।
অনুচর সব বেড়ি' কাঁদে চারি ভিতে।।৪২।।
কেবা কোন্ দিকে কাঁদে নাহি পরাপর।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর।।৪৩।।
স্থির হয় অদ্বৈত, হইতে নারে স্থির।
ভাবাবেশে নিরবধি দোলায় শরীর।।৪৪।।

ভাববিহ্বল অদ্বৈতের রামাইকে মহাপ্রভুর আদেশ-বিষয়ে পুনর্জিজ্ঞাসা—

রামাইরে বলে,—"প্রভু কি বলিলা মোরে?"
রামাই বলেন,—"ঝাট চলিবার তরে।।"৪৫।।

অদ্বৈতের লালসাময়ী প্রভু-প্রীতি—

অদ্বৈত বলয়ে,—"শুন রামাই পণ্ডিত।
মোর প্রভু হন, তবে মোহার প্রতীত।।৪৬।।

শ্রীমদ্ অদ্বৈত-আচার্য রামাইকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন,—ওহে রামাই, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবাস আমার ভক্তি, বৈরাগ্য, অধ্যাত্ম-জ্ঞান-বিষয়ে পারদর্শিতার সকল কথাই জানেন।।২৫।।

অদ্বৈত-প্রভুর গূঢ় চরিত্রে সাধারণ লোক প্রবেশ করিতে পারে না। যাঁহার সৌভাগ্য আছে, তিনি প্রভুর উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হইয়া লাভবান হন, আর মন্দভাগ্য দুষ্কর্মরত জন তাঁহাকে না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যত্ন করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করেন।।২৭।।

ষড়ঙ্গ-পূজা—জল, আসন, বস্ত্র, দ্বীপ, অন্ন ও তাম্বুল—অর্চনমার্গীয় ষড়ঙ্গ। গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গোরোচনা—মাঙ্গলিক ষড়ঙ্গ। প্রণিপাত, স্তুতি, সর্বকর্মার্পণ, পরিচর্যা, চরণ-স্মরণ ও কথা-শ্রবণ—ভজন-মার্গীয় ষড়ঙ্গ।।৩৩।।

অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দ সেইকালে বালক ছিলেন। আনুমানিক ১৪২৩ শকাব্দা অচ্যুতানন্দের প্রকটকাল।।৪১।।

আপন ঐশ্বর্য যদি মোহারে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি' দেই মোহার মাথায়।।৪৭।।
তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।
সত্য সত্য এই মুঞি কহিলুঁ তোমাত।।"৪৮।।

রামাইর উত্তর—

রামাই বলেন,—"প্রভু মুঞি কি কহিমু।
যদি মোর ভাগ্যে থাকে, নয়নে দেখিমু।।৪৯।।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু, সেই সে তাঁহার।
তোমার নিমিত্ত প্রভু এই অবতার।।"৫০।।

রামাইর বচনে অদ্বৈতের আনন্দ—

হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে।
শুভযাত্রা-উদ্‌যোগ করিলা ততক্ষণে।।৫১।।

পূজার সজ্জ-সহ গমনার্থ প্রস্তুত হইতে সীতাদেবীকে অদ্বৈতের আদেশ এবং সস্ত্রীক যাত্রা—

পত্নীরে বলিলা,—"ঝাট হও সাবধান।
লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান।।"৫২।।
পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে।
গন্ধ, মাল্য, ধূপ, বস্ত্র অশেষ বিধানে।।৫৩।।
ক্ষীর, দধি, সর, ননী, কর্পূর, তাম্বূল।
লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল ।।৫৪।।
সপত্নীকে চলিলা অদ্বৈত-মহাপ্রভু।
রামা'য়ে নিষেধে, ইহা না কহিবা কভু।।৫৫।।

অদ্বৈতের নিজ গমন-সংবাদ মহাপ্রভুকে জানাইতে রামাইকে নিষেধাজ্ঞা—

'না আইলা আচার্য', তুমি বলিবা বচন।
দেখি মোর প্রভু তবে কি বলে তখন।।৫৬।।
গুপ্তে থাকোঁ মুঞি নন্দন-আচার্যের ঘরে।
'না আইলা' বলি' তুমি করিবা গোচরে।।"৫৭।।

অদ্বৈতের সঙ্কল্প সর্বান্তর্যামী মহাপ্রভুর হৃদয়গোচর এবং শ্রীবাসভবনে যাত্রা—

সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর।।৫৮।।
আচার্যের আগমন জানিয়া আপনে।
ঠাকুর পণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে।।৫৯।।

ভক্তগণের প্রভুসহ মিলন—

প্রায় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন।।৬০।।

প্রভুর আবিষ্টভাব বুঝিতে পারিয়া সকলের সশঙ্ক অবস্থান—

আবেশিত চিত্ত প্রভুর সবাই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সবে নীরব হইয়া।।৬১।।

প্রভুর হুঙ্কার-পূর্বক বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন এবং ভাবাবেশে অদ্বৈতের আগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপন—

হুঙ্কার করিয়া প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়।।৬২।।
'নাড়া' আইসে, 'নাড়া' আইসে',—বলে বারে বারে।
"নাড়া' চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে।।"৬৩।।

মহাপ্রভুর অবস্থা দর্শনে নিত্যানন্দাদির সময়োচিত সেবা—

নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত।
বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত।।৬৪।।
গদাধর বুঝি' দেয় কর্পূর তাম্বূল।
সর্বজনে করে সেবা যেন অনুকূল।।৬৫।।

ত্রিদশের রায়—(ত্রি-অধিক-ত্রিরাবৃত্ত—দশ পরিমাণ অর্থাৎ তেত্রিশ-সংখ্যা বিশিষ্ট, যাঁহাদিগের মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই তেত্রিশটী দেবতা প্রধান, তাঁহারাই ত্রিদশ; রায়, রায়া বা রাঅ, রাজা) তেত্রিশ কোটী দেবতার ঈশ্বর সেব্য, সর্বেশ্বরেশ্বর।।৬২।।

অদ্বৈত-প্রভু শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামাইকে বলিলেন,—তুমি মহাপ্রভুকে বলিবে যে, অদ্বৈত আসিলেন না, তাহাতে মহাপ্রভুর কিরূপ বিচার হয়, আমি দেখিতে চাই। আমি নন্দনাচার্যের ঘরে লুকাইয়া থাকিব, আর তুমি মহাপ্রভুকে গিয়া ঐরূপ বলিও। এই পরামর্শ অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ অবগত হইলেন এবং শ্রীবাসের বাড়ীতে তাঁহাদের গৃহ-দেবতা নারায়ণের সিংহাসনোপরি

কেহো পড়ে স্তুতি, কেহো কোন সেবা করে।
হেনই সময়ে আসি' রামাই-গোচরে।।৬৬।।

অন্তর্যামী মহাপ্রভুর রামাইকে অদ্বৈতের বিষয়-কথন—

নাহি কহিতেই প্রভু বলে রামাইরে।
"মোরে পরীক্ষিতে 'নাড়া' পাঠাইল তোরে।।"৬৭।।
"নাড়া' আইসে' বলি' প্রভু মস্তক ঢুলায়।
"জানিয়াও মোরে নাড়া চালয়ে সদায়।।৬৮।।
এথাই রহিলা নন্দন-আচার্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে 'নাড়া' পাঠাইল তোরে।।৬৯।।

অদ্বৈতকে আনয়নার্থ মহাপ্রভুর আদেশ—

আন গিয়া শীঘ্র তুমি হেথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে।।"৭০।।

রামাইর অদ্বৈত-সমীপে গমন ও মহাপ্রভুর আদেশ-বিজ্ঞাপন—

আনন্দে চলিলা পুনঃ রামাই পণ্ডিত।
সকল অদ্বৈতস্থানে করিলা বিদিত।।৭১।।

রামাইর মুখে প্রভুর আদেশ শুনিয়া অদ্বৈতের সস্ত্রীক প্রভু-সম্মুখে আগমন—

শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত-আচার্য।
আইলা প্রভুর স্থানে সিদ্ধ হৈল কার্য।।৭২।।
দূরে থাকি' দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
সস্ত্রীকে আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে।।৭৩।।
পাইয়া নির্ভয়-পদ আইলা সম্মুখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে।।৭৪।।

মহাপ্রভুর বিবিধ ঐশ্বর্য-দর্শনে সস্ত্রীক অদ্বৈতের সসম্ভ্রম প্রণিপাত ও বাক্‌রোধ—

শ্রীরাগ

জিনিয়া কন্দর্পকোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ময় কনকসুন্দর কলেবর।।৭৫।।
প্রসন্নবদন কোটিচন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর।।৭৬।।
দুই বাহু দিব্য কনকের স্তম্ভ জিনি'।
তহিঁ দিব্য আভরণ রত্নের খিচনি।।৭৭।।
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ-মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী-মালা দেখে।।৭৮।।
কোটি মহাসূর্য জিনি, তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত।।৭৯।।
কিবা নখ, কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে।।৮০।।
কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর।।৮১।।

বসিয়া "নাড়া আসিতেছে" বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রভু আরও বলিলেন, 'নাড়া' (অদ্বৈতাচার্য) আমার অন্তর্যামিত্ব পরীক্ষা করিতে চায়। আমি তাহার কারচুপী বুঝিতে পারি কিনা, তদ্বিষয়ে তাহার হয়ত সন্দেহ আছে, অথবা আমাকে বহির্জগতে প্রকাশ করিবার জন্য কপটতা বিস্তার করিয়াছে।।৬৩।।

অদ্বৈত আমাকে জানিয়াও সর্বদা প্রবৃত্ত ধর্মে চালিত করে।।৬৮।।

অদ্বৈতের উদ্দেশ্য ছিল যে, মহাপ্রভুর অন্তর্যামিত্ব ও সর্বজ্ঞতা তাঁহার কার্যের দ্বারা জগতে প্রকাশিত হউক। তজ্জন্যই নন্দন-আচার্যের গৃহে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া কপটতা-দ্বারা নিজ আগমন-বার্তা মহাপ্রভুর নিকট সঙ্গোপন করিতে রামাইকে বলিলেন। এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভু সকল কথা নিজ শ্রীমুখে প্রচার করিয়া দিলে তাঁহার পরমেশ্বরত্বসকলে অবগত হওয়ায় অদ্বৈতের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।।৭২।।

নির্ভয়পদ—শ্রীগৌরসুন্দরের অভয়চরণারবিন্দ। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে "সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ"—এই শ্লোকোক্তি অনুসারে সর্বত্রই গৌরসুন্দরের দর্শন বা ইষ্ট-দর্শন।।৭৪।।

শ্রীগৌরসুন্দরের ভুজদ্বয় স্বর্ণস্তম্ভের শোভা জয় করিয়াছিল। সেই ভুজদ্বয়ে দিব্য অলঙ্কার-সমূহ স্বর্ণস্তম্ভে খচিত মণিগণের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।।৭৭।।

দেখে পড়িয়াছে চারি-পঞ্চ-ছয়-মুখ।
মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি-শুক।।৮২।।
মকরবাহন-রথ এক বরাঙ্গনা।
দণ্ড-পরণামে আছে যেন গঙ্গাসমা।।৮৩।।
তবে দেখে–স্তুতি করে সহস্রবদন।
চারিদিগে দেখে জোতির্ম্ময় দেবগণ।।৮৪।।
উলটি' আচার্য দেখে চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি' 'কৃষ্ণ' বলে।।৮৫।।
যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে।
তাহা দেখে চারিদিগে চরণের তলে।।৮৬।।
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড-পরণাম ছাড়ি'।
উঠিলা অদ্বৈত—অদ্ভুত দেখি' বড়ি।।৮৭।।
দেখে শত ফণাধর মহানাগগণ।
উর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি' সব ফণ।।৮৮।।
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ।
গজ-হংস-অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ।।৮৯।।
কোটি কোটি নাগবধূ সজল-নয়নে।
'কৃষ্ণ' বলি' স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে।।৯০।।
ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহা-ঋষিগণ পাশে।।৯১।।
মহা-ঠাকুরাল দেখি' পাইলা সংভ্রম।
পতি-পত্নী কিছু বলিবার নহে ক্ষম।।৯২।।

মহাপ্রভুর অদ্বৈত-প্রতি নিজ প্রকাশ-তত্ত্ব ও জীবের সৌভাগ্য-হেতু বর্ণন—

পরম-সদয়-মতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া অদ্বৈত- প্রতি করিলা উত্তর।।৯৩।।
''তোমার সংকল্প লাগি' অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি।।৯৪।।
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর তোমার হুঙ্কারে।।৯৫।।
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে।।৯৬।।
যতেক দেখিলে চতুর্দিকে মোর গণ।
সবার হইল জন্ম তোমার কারণ।।৯৭।।
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হৈতে তাহা দেখিবেক সর্বজনে।।''৯৮।।

মহাপ্রভুর তত্ত্ব-শ্রবণে অদ্বৈতের আনন্দ-জ্ঞাপন—

রামকিরি রাগঃ

এতেক প্রভুর বাক্য অদ্বৈত শুনিয়া।
ঊর্দ্ধ্ব বাহু করি' কান্দে সস্ত্রীক হইয়া।।৯৯।।
''আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল হৈল যত অভিলাষ।।১০০।।
আজি মোর জন্ম-কর্ম সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণযুগল।।১০১।।
ঘোষে মাত্র চারি বেদে, যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি' হৈলা পরতেকে।।১০২।।
মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণা।
তোমা বই জীব উদ্ধারিব কোন্ জনা।।''১০৩।।

মহাপ্রভু-কর্তৃক অদ্বৈতকে নিজ পূজনে আদেশ—

বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য।
প্রভু বলে,—''আমার পূজার কর কার্য।।''১০৪।।

শ্রীগৌরসুন্দরের বক্ষোদেশে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ মহামণি বিরাজিত, কর্ণে মকর-লঞ্ছিত কুণ্ডল এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালিকা লম্বমান দেখিলেন।।৭৮।।

শ্রীগৌরসুন্দরের নখশোভা মণিচ্ছটা বিকীরণ করিতেছিল; তাহাতে ভ্রম হইতেছিল যে, উহা নখ নহে, সাক্ষাৎ মণি।।৮০।।

শ্রীমহাপ্রভুকে, তাঁহার ভক্তগণকে অথবা প্রভুর পরিহিত ভূষণ-সমূহকে জ্যোতির্ময়-পদার্থ-দর্শন ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না।।৮১।।

আরও দেখিতে পাইলেন যে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ শিব, ষড়মুখ কার্তিকেয় প্রভৃতি প্রণতঃ অবস্থায় তাঁহার নিকটে পড়িয়া রহিয়াছেন। নারদ-শুকদেবাদি সন্ত্রস্ত হইয়া স্তব করিতেছেন।।৮২।।

অদ্বৈতের শ্রীচৈতন্য-চরণ-পূজা—

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে।
চৈতন্যচরণ পূজে অশেষ বিশেষে।।১০৫।।
প্রথমে চরণ ধুই' সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে।।১০৬।।
চন্দনে ডুবাই' দিব্য তুলসীমঞ্জরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ-উপরি।।১০৭।।
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পঞ্চ-উপচারে।
পূজা করে প্রেমজলে বহে অশ্রুধারে।।১০৮।।
পঞ্চশিখা জ্বালি' পুনঃ করেন বন্দনা।
শেষে 'জয়-জয়'-ধ্বনি করয়ে ঘোষণা।।১০৯।।
করিয়া চরণপূজা ষোড়শোপচারে।
আরবার দিলা মাল্য-বস্ত্র-অলঙ্কারে।।১১০।।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে পূজা করি' পটল-বিধানে।
এই শ্লোক পড়ি' করে দণ্ড-পরণামে।।১১১।।

তথাহি—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।"১১২।।
এই শ্লোক পড়ি' আগে নমস্কার করি'।
শেষে স্তুতি করে নানা-শাস্ত্র অনুসারি'।।১১৩।।

অদ্বৈত-কর্তৃক মহাপ্রভুর স্তব—

জয় জয় সর্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর।।১১৪।।
জয় জয় ভকতবচন-সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী।।১১৫।।
জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ বিভূষণ।।১১৬।।
জয় জয় 'হরে-কৃষ্ণ' -মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস।।১১৭।।
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন।
জয় জয় জয় সর্বজীবের শরণ।।১১৮।।
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম, তুমি সনাতন।।১১৯।।
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন।।১২০।।
তুমি রক্ষকুল-হন্তা জানকী-জীবন।
তুমি গুহ-বরদাতা, অহল্যা-মোচন।।১২১।।
তুমি সে প্রহ্লাদ-লাগি' কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া 'নরসিংহ'-নাম যা'র।।১২২।।
সর্বদেব-চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল-মাঝ।।১২৩।।

গঙ্গা-সদৃশী এক অপূর্বা নারী মকর-লাঞ্ছিত রথে দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করিতেছেন।।৮৩।।

গজ-হংস-অশ্বে----গজ, হংস, অশ্ব প্রভৃতি দেবগণের বাহন-সমূহে।।৮৯।।

শ্রীগৌরসুন্দরের এই প্রকার মহৈশ্বর্য-দর্শনে সপত্নীক অদ্বৈত আচার্য নির্বাক্ ও স্তব্ধপ্রায় হইলেন।।৯২।।

চারিবেদ যাঁহাকে দর্শন না পাইয়া বাক্য-দ্বারা বর্ণন করে মাত্র, সেই বস্তু আমি অদ্য স্বচক্ষে দর্শন করিলাম।।১০২।।

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বৈবেদ্য----এই পঞ্চোপচার (----হঃ ভঃ বি ১১।৪৮)।।১০৮।।

পঞ্চশিখা,----পঞ্চপ্রদীপ।।১০৯।।

ষোড়শোপচার-----"আসন-স্বাগতে সার্ঘ্যে পাদ্যমাচমনীয়কম্। মধুপর্কাচমস্নানবসনাভরণানি চ।। সুগন্ধসুমনোধূপ-দীপনৈবেদ্যবন্দনম্। প্রয়োজয়েদর্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ।।" ক্বচিচ্চ----"আসনাবাহনঞ্চৈব পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কম্। স্নানং বাসো ভূষণঞ্চ গন্ধঃ পুষ্পঞ্চ ধূপকঃ।। প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুষ্পাঞ্জলিরতঃপরম্। প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চৈব ষোড়শ।।" (হঃ ভঃ বিঃ ১১।৪৬, ৪৯) অর্থাৎ----আসন, স্বাগত, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন। কোন কোন মতে----আসন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও বিসর্জন।।১১০।।

পটল-বিধান----পাঞ্চরাত্রিকী বিধি----যাহা বিভিন্ন পরিচ্ছেদে (পটলে) নির্দিষ্ট আছে।।১১১।।

তোমারে সে চারিবেদে বুলে অন্বেষিয়া।
তুমি এথা আসি' রহিয়াছ লুকাইয়া।।১২৪।।
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাবীর।
ভক্তজনে তোমা' ধরি' করয়ে বাহির।।১২৫।।
সংকীর্তন-আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর।।১২৬।।
এই তোর দুইখানি চরণ-কমল।
ইহার সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল।।১২৭।।
এই সে চরণ রমা সেবে একমনে।
ইহার সে যশ গায় সহস্রবদনে।।১২৮।।
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে ইহার যশ গায়।।১২৯।।
সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে।
বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে।।১৩০।।
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা-অবতার।
শঙ্কর ধরিলা শিরে মহাবেগ যার।।১৩১।।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য-প্রভু শাস্ত্র-দৃষ্টে্য পাঞ্চরাত্রিক-বিধানে মহাপ্রভুর অর্চন করিয়াছিলেন। ''শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে'' ও ''পটল-বিধানে'' ---এই শব্দদ্বয়-দ্বারা অদ্বৈত আচার্য প্রভু যে শ্রীগৌরমন্ত্রে গৌরপূজা করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যভাগবতকার গৌর-সেবোন্মুখগণের নিকট ইঙ্গিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পটলবিধান আমরা শ্রীধ্যানচন্দ্রের পদ্ধতিতে এবং উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্র প্রভৃতি পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে দেখিতে পাই। উহাতে গৌর-মন্ত্রে গৌর-পূজার বিধি ও প্রয়োগ-পদ্ধতি বর্ণিত রহিয়াছে। অদ্বৈত আচার্যপ্রভু শাস্ত্র-দর্শন করিয়া পাঞ্চরাত্রিক-বিধানে মহাপ্রভুর পূজা করিয়াছিলেন এবং পূজার অন্তে গৌরসুন্দরের বিষ্ণুত্ব জগতে প্রচার করিবার জন্য ''নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়'' প্রভৃতি স্তবমুখে মহাপ্রভুর স্তুতি করিয়াছিলেন। ''নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়'' শ্লোকের দ্বারা শ্রীচৈতন্যভাগবতকার গৌরমন্ত্র বিরোধ করেন নাই।।

মধ্য ২।১৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।১১২।।

সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম----রত্নাকর-তনয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্য যাঁহার মানসিক উল্লাস বৃদ্ধি করে। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীদেবী সিন্ধু হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'সিন্ধুসুতা'। ''ততশ্চাবিরভূৎ সাক্ষাচ্ছ্রীরমা ভগবৎপরা। রঞ্জয়ন্তী দিশঃ কান্ত্যা বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা।।'' (----ভাঃ ৮।৮।৮)।।১১৬।।

'হরেকৃষ্ণ'মন্ত্র,----''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।''----এই মহামন্ত্র। এই মহামন্ত্রের প্রকাশকারী শ্রীগৌরসুন্দরের পুনঃ পুনঃ জয় হউক। ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে, যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশিত 'হরে কৃষ্ণ'-মহামন্ত্র-কীর্তনের বাধক হন, তাঁহারা গৌরাঙ্গের বিরোধী।

শ্রীগৌরসুন্দর----সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও তিনি জীবকে নিজভজন-মুদ্রা শিক্ষা দিবার জন্য নিজেই ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ বা আচরণের বিলাস বা লীলা করিতেছেন, অথবা জীবকে নিজভক্তি গ্রহণ করাইবার জন্যই তাঁহার বিলাস বা ভক্তরূপে লীলা প্রকাশ।।১১৭।।

'তুমি মৎস্য', 'তুমি কূর্ম' 'তুমি সে বরাহ', 'তুমি সে বামন' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সকল স্বাংশাদি অবতারই মহা-অবতারী মহাপ্রভুতে,----অংশীতে অংশসমূহের নিত্যাবস্থানবিরাজমান----ইহাই জানাইলেন। অদ্বৈত-প্রভুর ১১৫ সংখ্যার বাক্য দ্রষ্টব্য।।১১৯।।

রক্ষকুলহন্তা,----ভগবান্ গৌরসুন্দর স্বীয় রামাবতারে রাবণাদি রাক্ষসকুলের বিনাশক-লীলা-প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গুরু বরদাতা----চণ্ডালকুলে আবির্ভূত গুহককে যিনি বর দান করিয়াছিলেন।

অহল্যা-মোচন----যিনি অহল্যাকে মুক্ত করিয়াছিলেন।।১২১।।

নীলাচল শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে তুমি অর্চাবিগ্রহে অবস্থিত হইয়া ভক্ত-প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ কর। শ্রীদুর্গাদেবী 'নীলা'-নামে কথিতা। জগদ্রূপিণী 'নীলা' তাঁহার বরণীয় ভগবান্‌কে প্রপঞ্চে শ্রীঅর্চামূর্তিতে প্রকট করান। সেখানে নৈবেদ্যরূপে প্রদত্ত ভোজ্যবস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন। তিনি জগতের নাথ হইলেও স্বয়ং বৈকুণ্ঠবস্তু, বৈকুণ্ঠধামেই নিত্য বিরাজমান। জগতের অধিবাসিগণের নিকট হইতে তিনি সেবা-গ্রহণ-মানসে প্রপঞ্চে অর্চামূর্তিতে আবির্ভূত।।১২৩।।

কোটি বৃহস্পতি জিনি' অদ্বৈতের বুদ্ধি।
ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি।।১৩২।।

স্তব করিতে করিতে অদ্বৈতের প্রভুপদতলে পতন—

বর্ণিতে চরণ—ভাসে নয়নের জলে।
পড়িলা দীঘল হই' চরণের তলে।।১৩৩।।
সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায়।।১৩৪।।

অদ্বৈতের হৃদ্গত ভাবজ্ঞাতা মহাপ্রভুর অদ্বৈত-শিরে নিজ পাদপদ্ম-স্থাপন—

চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন।
'জয় জয়' মহাধ্বনি হইল তখন।।১৩৫।।

অপূর্ব-দর্শনে সকলের হরি-কোলাহল ও বিভিন্ন ভাব-প্রকাশ—

অপূর্ব দেখিয়া সবে হইলা বিহ্বল।
'হরি, হরি' বলি' সবে করে কোলাহল।।১৩৬।।
গড়াগড়ি' যায় কেহ, মালসাট মারে।
কারো গলা ধরি' কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।১৩৭।।

নিজ শিরে শ্রীচৈতন্য-চরণ-লাভে অদ্বৈতের মনোভীষ্ট-পরিপূর্তি—

সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ-মনোরথ।
পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব-অভিমত।।১৩৮।।

কীর্তনে নৃত্যার্থ অদ্বৈতকে মহাপ্রভুর আদেশ—

"অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
"আরে নাড়া! আমার কীর্তনে নৃত্য কর।।"১৩৯।।
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত-গোসাঞি।
নানা-ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি।।১৪০।।

অদ্বৈতের নৃত্য ও বিভিন্ন ভাবাবেশ—

উঠিল কীর্তনধ্বনি অতি মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর।।১৪১।।
ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ ধরয়ে প্রচুর।।১৪২।।
ক্ষণে ঘুরে, উঠে, ক্ষণে পড়ি' গড়ি' যায়।
ক্ষণে ঘনশ্বাস ছাড়ি' ক্ষণে মূর্ছা পায়।।১৪৩।।
যে কীর্তন যখন শুনয়ে' সেই হয়।
এক ভাবে স্থির নহে আনন্দে নাচয়।।১৪৪।।
অবশেষে আসি' সবে রহে দাস্যভাবে।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য-প্রভাবে।।১৪৫।।

নিত্যানন্দ-দর্শনে অদ্বৈতের ভ্রূকুটী ও নিত্যানন্দের হাস্য—

ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রুকুটি করি' হাসে।।১৪৬।।
হাসি' বলে,—"ভাল হৈল আইলা নিতাই।
এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই।।১৪৭।।
যাইবে কোথায় আজি রাখিমু বান্ধিয়া।"
ক্ষণে বলে প্রভু, ক্ষণে বলে মাতালিয়া।।১৪৮।।
অদ্বৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
এক মূর্তি, দুই ভাগ—কৃষ্ণের লীলায়।।১৪৯।।

শ্রীবামনদেবের পাদপদ্ম সমগ্র সত্যলোক আবরণ করিয়াছিল(----ভাঃ ৮।২০।৩৩-৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শ্রীভগবচ্চরণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না। অপর কাল্পনিক সত্য-সমূহ কুহকাবৃত। ভগবান্ই সত্য-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি-শ্লোকে এবং "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং" (ভাঃ ১০।২।২৬) প্রভৃতি শ্লোক-সমূহে ইহা উদাহৃত আছে।।১৩০।।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরতত্ত্ববিষয় শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সর্বাপেক্ষা অধিক অবগত আছেন। তাঁহার নির্মলা বুদ্ধি কোটিসংখ্যক বৃহস্পতির বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।।১৩২।।

দীঘল----(দীর্ঘল-শব্দজ) দীর্ঘাকার, দীর্ঘ। দীর্ঘভাবে লম্বিত হইয়া পড়িলেন।।১৩৩।।

মাল্সাট্,----(মল্ল- (দ্রঃ) সাট্----ছুট্ (বস্ত্র)-ছাটা ছ = শ বাস) মল্লের সজ্জা ও প্রারম্ভ।।১৩৭।।

বিশাল,----অসঙ্কোচিত, বিস্তীর্ণ।।১৪২।।

মাতালিয়া,----প্রমত্ত, মাতাল।।১৪৮।।

নিত্যানন্দের বিভিন্ন ভাবে সেবা—

পূর্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে।
চৈতন্যের সেবা করে অশেষ কৌতুকে।।১৫০।।
কোন রূপে কহে, কোন রূপে করে ধ্যান।
কোন রূপে ছত্র-শয্যা, কোন রূপে গান।।১৫১।।

চৈতন্যপ্রিয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের রহস্য ও মাহাত্ম্য—

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে অভেদ করি' জান।
এই অবতারে জানে যত ভাগ্যবান্।।১৫২।।
যে কিছু কলহ-লীলা দেখ দোঁহার।
সে সব অচিন্ত্য-রঙ্গ ঈশ্বর-ব্যভার।।১৫৩।।
এ দু'য়ের প্রীতি যেন অনন্ত-শঙ্কর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর।।১৫৪।।

নিত্যানন্দাদ্বৈতে ভেদ-দর্শনকারীর দুর্গতি প্রাপ্তি—

যে না বুঝি' দোঁহার কলহ, পক্ষ ধরে।
একে বন্দে, আরে নিন্দে, সেই জন মরে।।১৫৫।।

অদ্বৈতের নৃত্য-দর্শনে বৈষ্ণবগণের প্রীতি—

অদ্বৈতের নৃত্য দেখি' বৈষ্ণবসকল।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা বিহ্বল।।১৫৬।।

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় অদ্বৈতের নৃত্য-বিরতি—

হইল প্রভুর আজ্ঞা—রহিবার তরে।
ততক্ষণে রহিলেন,—আজ্ঞা করি' শিরে।।১৫৭।।

মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে প্রসাদী মালা প্রদান ও বরপ্রদানের অভিলাষ—

আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া।
'বর মাগ', 'বর মাগ'—বলেন হাসিয়া।।১৫৮।।
শুনিয়া অদ্বৈত কিছু না করে উত্তর।
'মাগ', 'মাগ' পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর।।১৫৯।।

অদ্বৈতের উত্তর-প্রদানমুখে নিজ অভিলাষ-জ্ঞাপন—

অদ্বৈত বলয়ে,—"আর কি মাগিমু বর?
যে বর চাহিলুঁ, তাহা পাইলুঁ সকল।।১৬০।।
তোমারে সাক্ষাৎ করি' আপনে নাচিলুঁ।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইলুঁ।।১৬১।।
কি চাহিমু প্রভু, কিবা শেষ আছে আর।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ প্রভু, তোর অবতার।।১৬২।।
কি চাহিমু, কিবা নাহি জানহ আপনে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে।।"১৬৩।।

মহাপ্রভুর অদ্বৈত-সমীপে নিজাবতার-কার্য-প্রকাশ—

মাথা ঢুলাইয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"তোমার নিমিত্তে আমি হইলুঁ গোচর।।১৬৪।।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল-সংসার।।১৬৫।।
ব্রহ্মা-ভব-নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু, বলিলুঁ তোমারে।।"১৬৬।।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের বিচার-ভেদজনিত পরস্পরের উক্তি শুনিয়া যাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যে ভেদ কল্পনা করেন, চিন্তার অতীত বস্তু-সম্বন্ধে তাঁহাদের সেইরূপ ধারণা করা কর্তব্য নহে। ভগবানের বিচিত্র লীলা সকলের বোধগম্য নহে, উহা চিন্তার অতীত রাজ্যে অবস্থিত।।১৫৩।।

যেরূপ অনন্তদেব ভগবানে প্রীতিবিশিষ্ট এবং রুদ্রদেব যেরূপ ভগবৎসেবা-নিরত, এতদুভয়ের ভগবৎপ্রীতি যেরূপ অসামান্যা, সেইরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবা-বিষয়ে অলৌকিক-প্রীতি। শ্রীচৈতন্যের প্রিয় বিধানার্থ উভয়েই নিজ নিজ প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন।।১৫৪।।

যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে পরস্পরের স্ব-স্ব-ভাবোচিত বাক্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে 'কলহ' জ্ঞান করেন, তাঁহাদের একজনের পক্ষ গ্রহণ করিয়া অপর পক্ষের দোষ-দর্শন করেন এবং এইরূপ বিচারে একের বন্দনা অপরের নিন্দা করিতে যান, তাঁহাদের সর্বনাশ উপস্থিত হয়।।১৫৫।।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—আমি প্রত্যেকের গৃহে কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রচার করিব। যাহাতে পৃথিবীর সকল লোক আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া আমার যশোগানে নৃত্য করিবে।।১৬৫।।

বিদ্যা-ধন-কুল-তপস্যাদি-মদমত্ত বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত আচণ্ডালে প্রেম বিতরণার্থ অদ্বৈতের প্রভুকে অনুরোধ-রূপ বরপ্রার্থনা—

অদ্বৈত বলয়ে,—"যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।।১৬৭।।
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে-যে-জন বাধে।।১৬৮।।
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি' মরুক পুড়িয়া।
আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গাঞা।।"১৬৯।।

মহাপ্রভুর অদ্বৈত-বাক্য অঙ্গীকার—

অদ্বৈতের বাক্য শুনি, করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বলে,—"সত্য যে তোমার অঙ্গীকার।।"১৭০।।
এ সব বাক্যের সাক্ষী সকল-সংসার।
মূর্খ-নীচ-প্রতি কৃপা হইল তাঁহার।।১৭১।।
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ-গানে।
ভট্ট-মিশ্র-চক্রবর্তী সবে নিন্দা জানে।।১৭২।।
গ্রন্থ পড়ি' মুণ্ড মুড়ি' কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ।।১৭৩।।

চতুর্মুখ-হর-নারদাদি যে ভক্তির (ভগবৎপ্রেমার) জন্য তপস্যা করিয়া থাকেন, সেই ভক্তি আপামরে প্রদান করিয়া লোকের উপকার করিব----এই কথা আমি তোমাকে বলিলাম।।১৬৬।।

অদ্বৈত বলিলেন,----যদি ব্রহ্মাদির দুর্লভ ভগবৎসেবা জগতের সকলকে বিতরণ করিবেন, তাহা হইলে যাহারা অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত, তাহাদিগকেও সেই প্রেমভক্তি বিলাইতে হইবে। স্ত্রীলোক, শূদ্র ও মূর্খ ভগবৎসেবায় অনধিকারী বলিয়া এতাবৎকাল সাধারণ লোকের বিচার আছে। তাহা পরিবর্তন করিয়া ঐ সকল অযোগ্য পরিচয়ে পরিচিত জনগণের নিকট হরিভক্তি-প্রদান-কার্যরূপ কীর্তন-প্রথা তোমার দ্বারাই প্রচারিত হউক।।১৬৭।।

বিদ্যামদ, ধনমদ, কুলমদ, তপস্যামদ প্রভৃতি অকল্যাণকর অহঙ্কারের মধ্যে অবস্থিত। যে-সকল ভাগ্যহীন মৎসর-প্রকৃতির ব্যক্তি তোমার ভক্তি-স্বরূপ ও ভক্তের মহিমা অবগত নহে, তাহারাই নিজ নিজ বিদ্যা, ধন, তপস্যা প্রভৃতির গর্বে গর্বিত হইয়া ভগবদ্ভক্তকে এবং ভগবদ্ভক্তের পরমোচ্চ-লাভরূপা ভক্তিকে বাধা দেয়, তাহারা পাপ প্রবণচিত্ত।।১৬৮।।

সেই সকল পাপিষ্ঠ জগতের সকল শ্রেণীর মধ্যে ভক্ত দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের অলৌকিকী ভক্তি দেখিয়া মৎসরতাবশে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরুক। আর যাঁহারা লোক নিন্দিত, অবজ্ঞাপুষ্ট চণ্ডালাদি নাম ধারণ করিয়া আনন্দভরে প্রেমভক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদিগের প্রবল নৃত্যদর্শনে মাৎসর্যপর দাম্ভিক-সম্প্রদায় অন্তর্দাহে দগ্ধ হউক, আমি উহা দেখিয়া আনন্দিত হই। অদ্বৈতের এই বাক্য ভগবান্ গৌরসুন্দর অনুমোদন করিলেন।।১৬৯-১৭০।।

শ্রীমহাপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর কথোপকথনের সত্যতা জগতের লোক নিন্দিত-সমাজের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আজও লৌকিক-বিচারে অনভিজ্ঞ মূর্খগণ ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে পণ্ডিতগণকে সকল বিষয়েই পরাজিত করিতে সমর্থ। কুকর্মবশে নীচ জাতিতে উদ্ভূত হইয়া শ্রীচৈতন্য-কৃপায় তাঁহাদের যে প্রকার সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ ঘটে, উহাই ভগবদনুগ্রহের নিদর্শন।।১৭১।।

শ্রীচৈতন্যদেবের গুণ গান করিতে চণ্ডাল-প্রমুখ সকল মূর্খ-নীচ-সম্প্রদায় প্রভুর গুণগ্রাহী হইয়া নৃত্য করে। কিন্তু ভট্ট, মিশ্র, চক্রবর্তী প্রভৃতি পণ্ডিত----উন্নতকুল সকলেই চৈতন্য-নিন্দা করাই বুঝিয়া রাখিয়াছেন। "বেদাধ্যায়রতা নিত্যং নিত্যং বৈ যজ্ঞযাজকাঃ। অগ্নিহোত্ররতা নিত্যং বিষ্ণুধর্মপরাঙ্মুখাঃ। নিন্দন্তি বিষ্ণুভক্তাংশ্চ বেদ বাহ্যাঃ সুরেশ্বরী।।"----(পাদ্মোত্তরে ৫০ অঃ) ।।১৭২।।

সেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রসমূহ পড়িয়া শাস্ত্রে স্ব-স্ব মুখরতা প্রদর্শনপূর্বক অন্তরে বিদ্যা-গর্বে গর্বিত হইলে কাহারও কাহারও বিদ্যালাভ-জনিত বুদ্ধি-বৃত্তি বিনষ্ট হয়। তাঁহারা নিত্যানন্দের লোকাতীত আচার বুঝিতে সমর্থ না হইয়া নিজ বিনাশ আবাহন করেন। "বেদৈঃ পুরাণৈঃ সিদ্ধান্তৈর্ভিন্নৈর্বিভ্রান্তচেতসঃ। নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি কিং তত্ত্বং কিং পরং পদম্।।" (----নাঃ পঞ্চরাত্র ৪।২৬)।।১৭৩।।

অদ্বৈতের বলে প্রেম পাইল জগতে।
এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে।।১৭৪।।

শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় চৈতন্য-তত্ত্ব-স্ফুরণ—

চৈতন্য-অদ্বৈতে যত হৈলা প্রেমকথা।
সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা।।১৭৫।।
সেই ভগবতী সর্ব-জনের জিহ্বায়।
অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশঃ গায়।।১৭৬।।

গ্রন্থকারের দৈন্য-জ্ঞাপন—

সর্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।।১৭৭।।

সস্ত্রীক অদ্বৈতের নবদ্বীপে অবস্থিতি—

সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য-গোসাঞি।
অভিমত পাই' রহিলেন সেই ঠাঞি।।১৭৮।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৭৯।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতমিলনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।।

শব্দগানকারিণী শুদ্ধা সরস্বতী জগতের ভাব-সমূহের প্রসূতি। তিনি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের কথোপকথন-সকল অবগত আছেন।।১৭৫।।

সেই জগদীশ্বরী বাণী সেবোন্মুখ জনগণের জিহ্বায় বর্তমানা থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা কীর্তন করেন।।১৭৬।।

শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর মহাশয় প্রত্যেক বৈষ্ণবের চরণে পতিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট অপরাধ হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। যাঁহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরূপে বিষ্ণুভক্তি উদিতা হইয়াছে, তাঁহারা নিরন্তর ভগবান্ ও ভক্তের সেবা-বিধানে তৎপর। তাঁহাদিগের ভক্তির অনুষ্ঠানে কাহারও বাধা দিয়া অপরাধ সঞ্চয় করা কর্তব্য নহে। ইহাই গ্রন্থকারের আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই বলিয়া বিষ্ণুভক্তি-রহিত ভক্তিবিরোধী পাষণ্ড-সম্প্রদায় যদি আপনাদিগকে বৈষ্ণব-গুরু অভিমানে অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঠাকুর বৃন্দাবন-দাস-প্রমুখ ভক্তগণের নিকট হইতে সম্মান-লাভের দুরাশা করেন, তবে তাঁহারা অনন্তকাল নিরয়ে পতিত হইয়া ভক্তদ্বেষী হইয়া পড়েন।।১৭৭।।

শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার ও ভক্তিসিদ্ধান্ত অবগত হইয়া অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার নিজেশ্বরীর সহিত আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদন লাভ করিয়া তাঁহারা সেই স্থানে কিছুকাল বাস করিলেন।।১৭৮।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।